যুগান্তর

17 APR 2008

# মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউটে শিক্ষক নিয়োগবিধি সংস্কারের উদ্যোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউটে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন বিসিএস রিক্রুটমেন্ট রুল রিপিভিউল করার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। বাতিল করা হচ্ছে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে জারি করা এসআরও (স্ট্যাটিউটরি রেগুলারেটরি

সংস্কারের : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

## সংস্কারের : শিক্ষক নিয়োগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অর্ডার)। অভিযোগ রয়েছে, ওই আমলে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ এসআরও জারির মাধ্যমে দলীয় চিকিৎসকদের শিক্ষকতার ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ছাড়াই অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক এমনকি মেডিকেল অফিসার থেকে প্রফেসর বনে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়।

অভিযোগ খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের (প্রশাসন) নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, পরিচালক মেডিকেল শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিচালক (প্রশাসন) ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন)। কমিটি এসআরওটির বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করে তা বাতিল ও রিক্রুটমেন্ট রুল রিপিভিউল করার জন্য সম্প্রতি সুপারিশ করেছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, ২০০৫ সালের আগে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুল ১৯৮১-এর রিক্রুটমেন্ট রুলে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষক নিয়োগের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে পিএসসির মাধ্যমে বাছাই ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো। এক্ষেত্রে অধ্যাপক পদে পরীক্ষা দেয়ার জন্য সহযোগী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য সহকারী অধ্যাপক পদে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক ছিল। সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিসহ গবেষণা ও প্রকাশনা প্রয়োজন হতো। এর ফলে অভিজ্ঞতা ছাড়া এসব পদের কোনটিতেই চিকিৎসকরা নিয়োগ পেতেন না।

কিন্তু ২০০৫ সালে জোট সরকার সমর্থিত ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) নেতাদের প্রভাবে সরকার এসআরও জারি করে। ২০০৫ সালের ৫ জুলাই এসআরওতে উল্লেখ করা হয়, নিয়োগের নতুন শর্তসমূহ বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। শর্তে বলা হয়, অধ্যাপক পদের জন্য সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার প্রয়োজন হবে না। একজন মেডিকেল অফিসার/সহকারী অধ্যাপকের ১৮ বছর করে চাকরির এবং ১২ বছর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে সরাসরি প্রফেসর পদে নিয়োগ পাবেন। তেমনি সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য সহকারী অধ্যাপক পদে ৩ বছরের শিক্ষকতার বাধ্যতামূলক অভিজ্ঞতার যে শর্ত ছিল তা তুলে দেয়া হয়। অধ্যাপক পদের মতো একজন মেডিকেল অফিসারের ১৫ বছর চাকরি ও ৮ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পাওয়ার কথা বলা হয়।

এসআরও অনুসারে চিকিৎসক নিয়োগের জন্য বিএমডিসির বিজ্ঞপ্তি দেয়ার কথা। কিন্তু সে সময় আইনগত বাধ্যবাধকতা না মেনে বেআইনিভাবে পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বিতর্কিত এসআরওর মাধ্যমে তখন দলীয় চিকিৎসক নিয়োগের হিড়িক পড়ে যায়। মোট ২ হাজার ২শ'টি আবেদন জমা পড়ে। নিয়োগ দেয়া হয় প্রায় ৪শ' চিকিৎসক। তাদের মধ্যে দুদকের তালিকাভুক্ত ড্যাবের মহাসচিব ডা. জাহিদ হোসেনসহ বহু চিকিৎসক প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকার পরও প্রফেসর বনে যান। বিতর্কিত এসআরও ও দলীয় প্রভাবের কারণে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা পদোন্নতি পাননি। এ নিয়ে উচ্চ আদালতে কমপক্ষে ১২ জন শিক্ষক মামলা করেন। তাদেরই একজন পাবলিক হেলথ এন্ড হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নিপসম) সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আমিরুল হাসান। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, নিয়মানুসারে বিএমডিসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার কথা। কিন্তু পিএসসির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তার অভিযোগ, অনেকেই প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তথ্য গোপন করে চাকরি পেয়েছিল। তিনি জানান, ২০০৬ সালের ২৮ মে পিএসসির বিজ্ঞপ্তির ১২ অনুচ্ছেদে বলা ছিল, কেউ মিথ্যা তথ্য দিলে তার নিয়োগ বাতিল হবে। এ ক্ষেত্রে তথ্য গোপনের মাধ্যমে যারা চাকরি নিয়েছেন তাদের নিয়োগ বাতিল করা উচিত। সরকারি প্রয়োজনে তারা যে কোন ধরনের সহায়ক তথ্য দিতে প্রস্তুত আছেন বলে মন্তব্য করেন